OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 514 - 524
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

শহীদুল জহিরের ‘মুখের দিকে দেখি’ : জাদু বাস্তবের অন্বেষণ

দেবদীপ দাস
গবেষক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ
Email ID : debodeep.das1993@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Magic Realism, Classification, Sahidul Jahir, Mukher Dike dekhi, Bangladesher Maquez.

Abstract
What is ‘Magic Realism’? What is the source of ‘Magic Realism’? Who did first use this term? Is there any manifesto of it? What is ‘Baroque’ asthetics? Classification of ‘Baroque’. Similarities between ‘Baroque’ and ‘Magic Realism’. Why did ‘Magic Realism’ boom in 20th Century, just after of first world war? I have searched and analysed so many of question of like these in this article. I also discussed difference between fairy tales and magic realism, the difference between absurd and magic realism. J. A. Cuddon gave some characteristics of magical realism in the book named ‘Dictionary of Literary Terms and Literary Theory’. I tried to give example of this characteristics. There is a novel of renowned novelist Sahidul Jahir named ‘Mukher Dike dekhi’. At first i have discussed the story of this novel in brief, then started to analyse it with a magnifying glass. He is not only tell a story with a fuzzy vision but also describes it with a hazy outline. The style of story-telling is very much unpredictable. In this area he is a unique guy in whole Bengali literature. No one like him ever come in whole era of Bengali literature. Why I am telling this? Anybody can get his answer after reading my analytical approach. He is very much deserved the praise, that is ‘Bangladesher Maquez’ or ‘Marquez of Bengladesh’, from my aspects it is not only for Bangladesh but also for ‘Bengali Literature’

Discussion

ফখরুল আলম লেদু মামুনের বাড়িতে গিয়ে মামুনকে সেখানে পায় না। লেদু মামুনের মাকে মামুনের বাড়িতে না থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে। অন্যান্য রীতির বা সরল কথনধর্মীতার উপন্যাস হলে জোবেদা রহমান সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তর দিতেন; অর্থাৎ তিনি যদি জানতেন মামুন কোথায় গেছে এবং তিনি যদি সে বিষয়ে প্রকাশেচ্ছু হতেন তাহলে সেটা সরাসরি জানিয়ে দিতেন এবং তার যদি ওই প্রশ্নের উত্তর না জানা থাকে বা তিনি প্রকাশেচ্ছু না হন তাহলে তার উত্তর দিতেন না

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অথবা এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু শহীদুল তাঁর আখ্যানে কুহকময় ভাষায় পাঠককে স্বচ্ছন্দ হতে দেন না। তিনি এই পরিস্থিতির বর্ণনা দিচ্ছেন এইভাবে -

> "মামুনের মা হয়তো জানে সে কই গেছে, অথবা হয়তো সে জানে না, সে হয়তো বলে, জানি না কই যায়, অথবা হয়তো বলে, অয়তো গেছে কাঠের ভুসি আননের লাইগা।"[১]

এই কথনধর্মীতা 'মুখের দিকে দেখি' সমগ্র উপন্যাস জুড়েই আছে। তার ফলে পাঠক নিশ্চিন্তে যে কোন একটি নির্দিষ্ট পাঠে স্থির থাকতে পারে না। পাঠক সাবধানি হলে তবেই এই দোলাচলতার মাঝখানে মূল কাহিনিদের চিহ্নিত করতে পারবে। শহিদুল সর্বদা তাঁর গদ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে একটু ররহস্যাবৃত ভাষা কাঠামো ব্যবহার করেছেন। গল্প হোক বা উপন্যাস 'অথবা', 'হয়তো', 'বা', 'কিংবা' – ইত্যাদি শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের দ্বারা কতকগুলো সম্ভাব্য বাস্তবতার কথা উল্লেখ করে সেগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বা সেগুলোকে বাতিল করে কাহিনিকে বা আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আহমদ মোস্তফা কামালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন —

> "এইসব অপশন দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে রাখা। জিনিসটাকে যদি আপনি ছবি মনে করেন তাহলে বলব, ছবির আউটলাইনটাকে একদম ক্লিয়ার না করা, ফটোগ্রাফিক না করা, একটু ফাজি রাখা। অর্থাৎ ছবিটাকে আমি একটু ঝাপসা রাখতে চাই।"[২]

ফ্রাঞ্চ রো ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে র্মানিতে ভ্যানগগের একটি চিত্র প্রদর্শনী দেখে এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। সেই চিত্রে আপাত বাস্তবের অন্তরালে জীবন রহস্যকে ধরবার প্রয়াস ছিল। 'জাদু বাস্তব' কী তা এক কথায় বলা শক্ত। কোন লেখক হয়তো জাদু বাস্তবের কোন এক প্রবণতা ব্যবহার করলেন প্লটের বিশেষ প্রয়োজনে কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতা অন্য প্লটে জাদু বাস্তব হিসাবে গ্রহণ নাও হতে পারে —

> "…that was to remain a hallmark of magical realism although the elements within the equation would not remain constant and the relationship between those Elements would also change."[৩]

এই প্রয়োগগত ভিন্নতা 'জাদু বাস্তব' নামক শিল্প আন্দোলনের বোধকে জটিল করে তুলেছে। 'জাদু বাস্তব' এই আখ্যাটিতে আছে দুটি বিপরীত শব্দের সমাবেশ — 'জাদু' ও 'বাস্তব'। বিপ্রতীপ এই দুটি বিষয়ের পাশাপাশি সহাবস্থান 'জাদু বাস্তব' আখ্যাটিকে প্রতর্কিত এবং একই সঙ্গে আলোচনার পরিসরকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

'জাদু বাস্তবতা' বিষয়টা কী, তা জানবার আগে Magic Realism নামটির বা আখ্যাটির পূর্ব ইতিহাসটা জেনে নেওয়ার প্রয়াস করি।

জার্মান শব্দ 'Magicher Realismus' থেকে এই শব্দটির উৎস। তারপর স্পেনীয় ভাষায় 'Realismo Magico' এবং তারও পরে ইংরেজি 'Magic Realism' শব্দটি শিল্প আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। অন্যমতে 'Lo real maravilloso' থেকে অনুদিত হয়ে গড়ে ওঠে ইংরেজি শব্দ 'Marvellous Realismo' এবং 'Marvellous Reality'. পরে স্পেনীয় 'Realismo Magico' থেকে গড়ে ওঠে ইংরেজি 'Magical Realism' শব্দটি।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় কালে জার্মানিতে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, হিটলার ও অন্যান্য বাম-ডানপন্থী দলগুলির মধ্যে তীব্র লড়াই, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিপ্লবী কার্যকলাপে তৈরি হয়েছে জাতীয় সংকট, জোট সরকার এই অরাজকতা দমনে ব্যর্থ; এই পরিস্থিতিতে শিল্পীরা সুভদ্র বস্তুগত বিচার ও প্রকাশবাদী মানবিকতা এবং যুক্তিবিচারে আস্থা না রাখতে পেরে দ্বিধান্বিত, শঙ্কিত। ফ্রাঞ্চ রো এই সময় উল্লিখিত চিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি যে পরা বাস্তববাদী চিত্র তথা শিল্পের থেকে ভিন্ন তা প্রকাশ করতে গিয়ে 'Magic Realism' বা 'জাদু বাস্তব' শব্দটি ব্যবহার করেন। অবশ্য Lois Parkinson Zamora তাঁর 'Swords and Silver Rings : Magical Objects in the work of Jorge Luis Borges And Gabriel Garcia Marquez' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন রো-এর পূর্বে দার্শনিক নোভালিস ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধিজীবী সমাজে 'Magical

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Realist' শব্দটির পরিচিতি ঘটিয়েছিলেন। অন্যদিকে ঐতিহাসিক হেনরিখ উলফিনও ফ্রাঞ্চ রো-র পূর্বে এই দুটি শব্দের সহাবস্থানের কথা জানিয়েছিলেন। ১৯১৫ - ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ, এই সময়ে ফ্রাঞ্চ রো ও হেনরিক উলফিন একসঙ্গে মিউনিখে পড়াশোনা করেছিলেন। Zamora তাঁর প্রবন্ধে জানাচ্ছেন —

> "According to Wolffin, the play of contradictions is inherent in Baroque aesthetics, whether in the tension between nature and artifice, sensuality and spirit, absence and abundance, surface and depth or, I am tempted to add, magic and real."[৪]

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বারোক' শব্দটির উৎপত্তি বিষয়ে তিনি দুটি উৎসের কথা বলেছেন —

ক. পর্তুগিজ 'বাররোকা'
খ. লাতিন 'ভেরুরভা'

পর্তুগিশ 'বার্‌রোকা' শব্দের অর্থ মুক্তোর প্রোজ্জ্বল ও বহুদ্যুতি বিচ্ছুরণ। অন্যদিকে লাতিন 'ভেরুরভা' শব্দের অর্থ কোন উৎরাইয়ের শিখর থেকে নেমে আসা ঢাল। 'বারোক' রচনারীতির বৈশিষ্ট্যগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক —

১. মূল রচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে থাকে উৎপ্রেক্ষা ও রূপক।
২. সময়ের গতি নিয়ে জট পাকানোর এক আজব খেলা সমগ্র লেখা জুড়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
৩. কাহিনির মধ্যে থাকে নাটকীয় পরিস্থিতি ঘোরপ্যাঁচ এবং এক অন্তর্লীন বিশ্ববীক্ষা।
৪. শ্লেষ, পরিহাস ও উপমায় পরিপুষ্ট হয় কাহিনি।
৫. কল্পনার বিস্তার আর বাস্তবের মিশেলে কাহিনি হয়ে ওঠে আপাদমস্তক রহস্যময়।
৬. সময়ের সমস্ত আপাত বিরোধী সম্ভাবনা বারবার উঠে আসে লেখার মধ্যে।
৭. চরিত্রগুলির অনুভূতির তাড়নায় কাহিনী হয়ে ওঠে অনন্যসুন্দর।
৮. সবশেষে সমস্ত চরিত্র, নাটকীয়তা, সময়, পরিহাস এক স্থানে এসে মিলে যায়, পাঠকের মনে এনে দেয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।
৯. সুন্দর আর কদর্য, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা, ধর্মবোধের উৎসার ও যৌনতার প্রকোপ, তাৎক্ষণিক ও শাশ্বত সারাক্ষণ হানা দিতে থাকে লেখার মধ্যে।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করেছেন আস্তুরিয়াস ও কার্পেন্তিয়ারের লেখায়।

চিত্রশিল্পের পর সাহিত্যে ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রয়োগ দেখা যায় ১৯৪০-এর দশকে - এমনটা অভিমত জে.এ. কোডনের। জর্জ সাইকো ১৯৫২ সালে প্রকাশিত 'Die Wirkhichiet hat Doppelten Boden. Gendanken Zum Magischer Realismus' - গ্রন্থে Magic Realism - এর প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। ইউরোপের পরিধির বাইরে লাতির আমেরিকার সাহিত্যে জাদু বাস্তবের চর্চা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হতে থাকে। আর্তুরো উসলার পিয়েত্রি ভেনেজুয়েলার লেখক এবং আলহো কার্পেন্তিয়ার কিউবার সাহিত্যিক। লাতিনা আমেরিকায় জাদু বাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে এই দুই সাহিত্যিককে অগ্রণী হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার লুই বোর্হেসকেও একই সম্মানে অনেকে সম্মানিত করে থাকেন। জাদু বাস্তবধর্মী উপন্যাসের ধারায় আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি কলম্বিয়ান লেখক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, আর্জেন্টিনার জুলিও কোর্তজার, ইতালির ইতালিও কেলভিনো, ব্রিটেনের জন ফাউলেস, জার্মানির গুন্টার গ্রাস, জাপানের হারুকি মোরাকামি, আমেরিকার টনি মরিসন, চিলির ইসাবেল আলেন্দে, ব্রিটিশ কিন্তু ভারতীয় বংশোদ্ভূত সালমান রুশদি প্রমুখ।

আমরা জাদু বাস্তবের তিনটি ইংরেজি আখ্যা লক্ষ্য করেছি — 'Magic Realism', 'Magical Realism' এবং 'Marvellous Realism', Maggie Ann Bowers - এই তিনটি বিষয়কে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'Magic

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(AL) Realism' গ্রন্থে। এই তিনটি বিষয়কে আলোচনার মাধ্যমে অনুধাবনের চেষ্টা করা যাক। 'Marvellous Realism'-এর বিষয়ে বলতে গিয়ে ম্যাগি বলেছেন -

> "The distinguishing feature of 'marvellous Realism', for instance is that its fiction brings together the seemingly opposed perspectives of a pragmatic, practical and tangible approach to reality and an acceptance of magic and superstition…"[৫]

'মারভেলাস রিয়ালিজম' এর ক্ষেত্রে প্লটের বিষয়বস্তুতে থাকবে অতিপ্রাকৃত জাদুবিদ্যা, অন্ধবিশ্বাস; বাস্তবের সাথেই এরা অবস্থান করবে। অর্থাৎ আপাত বিরোধী দুটো বিষয় একত্রে অবস্থান করবে এখানে। অন্যদিকে 'Magical Realism' হল—

> "Magical realism which of all the terms has had the most critical consideration, relies most of all upon the matter of-fact, realistic tone of its narration when presenting magical happenings. For this reason it is often considered to be related to, or even a version of literary realism."[৬]

'ম্যাজিকাল রিয়ালিজম' নির্ভর করবে একান্তভাবে বাস্তবিক ঘটনাবলীর ওপর। এখানে বিস্ময়কর বা ঐন্দ্রজালিক ঘটনার উপস্থাপনাও হবে বাস্তবের পরিকাঠামোয়, বিস্ময়ের আশ্রয় নেওয়াটা এক্ষেত্র একটা স্বতন্ত্র শরীরকে অনুসরণ করা। বিস্ময় বা ইন্দ্রজাল হলো একটি আবরণ যার মধ্যে নিহিত থাকবে প্রকৃত বাস্তব। এই বাস্তব অনেকক্ষেত্রে রাজনীতিকে অনুসরণ করে। আবার 'Magic Realism' - এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে তিনি Magic শব্দটিকে কেন্দ্রে রেখে উক্ত দুটি বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন —

> "magic refers to the mystery of life (aspects of magic realism) : in marvelous and magical realism 'magic' refers to any extraordinary occurance and particularly to anything spiritual or unaccountable by rational science."[৭]

Magical Realism, Marvellous Realism এবং Magic Realism - এর তুলনামূলক এই আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট তো বুঝতে পারা যাচ্ছে যে প্রত্যক্ষ বাস্তবের উপর নির্ভর করে জাদু বাস্তব, বাস্তবতার বিপরীত পিঠে তার অবস্থান নয়। ভৌতিক কাণ্ড, মানুষের উড়ে যাওয়া, ভালোবাসার স্পর্শ পেলে ফুলদানির রঙ বদলে যাওয়া, অতিলৌকিক দৃশ্যাবলী, রহস্যঘন পরিবেশ ইত্যাদি উপাদান জাদু বাস্তবধর্মী লেখকদের বাস্তবকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতাসমূহের এক নান্দনিক রূপ। বহু পাঠকই রূপকথাধর্মী বা ফ্যান্টাসিমুখ্য সাহিত্যের সাথে 'জাদু বাস্তব'ধর্মী রচনার সাথে গুলিয়ে ফেলেন। Joan mellen বেশ জোরের সাথেই বলেছেন যে ফ্যান্টাসি জাতীয় লেখা ও জাদু বাস্তবীয় লেখা পৃথক বিষয়, তারা স্বতন্ত্র। ফ্যান্টাসি জাতীয় লেখায় কল্পনার রাজ্যে পাঠক অবাধে বিস্তার করে ঠিকই, কিন্তু সেই কল্পনার রাজ্য জাদু বাস্তবের জগতের সঙ্গে এক হতে পারে না। জাদু বাস্তব অনেক বেশি পরিমাণে বিভিন্ন ধারার, বিভিন্ন আঙ্গিকে ভাবনার অবকাশ দেয়, সুযোগ করে দেয়। জাদু বাস্তবের লেখনীর অভিমুখ একটি নয়, তা বহুমুখী, বহুরৈখিক। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রেক্ষাপটে ফেলে বিচার করা ঠিক হবে না। তবে এ কথা সত্য যে জাদু বাস্তবধর্মী লেখার মধ্যে ফ্যান্টাসির জগৎ স্থান পেতে পারে। Stephen M. Hart সম্পাদিত 'A Companion to Magical Realism' গ্রন্থের 'Part II : History, Nightmare, Fantasy' অধ্যায়ের Introduction - এ এই বিষয়টিই অন্বেষণ করেছেন —

> "does the fantasy in a magical-realist novel indicate the hallucinations of an artist who is in the process of retreating from the world around him?"[৮]

এই বহুমুখী ধারা জাদু বাস্তব সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার জন্ম দিয়েছে এবং দেবে, তা নিয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। অ্যাবসার্ডিটির সঙ্গেও জাদু বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলা যায় না। অ্যাবসার্ড নাটকে বা উপন্যাসে একটা সঙ্ঘবদ্ধ কাহিনি পরিলক্ষিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ আমরা স্যামুয়েল বেকেটের 'Waiting for Godot' - নাটকটিকে পেশ করতে পারি। আপাতভাবে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একটা যুক্তি বোধের অভাব এই ধরনের নাটকগুলিতে দেখা যায়, নিটোল কাহিনি প্রায় থাকেই না, নাটকের আঙ্গিক, তার সংরূপটাই এখানে মুখ্য। 'Waiting for Godot' - তে নির্দিষ্ট কোন কাহিনি নেই। মার্টিন এসলিন তাঁর 'Theatre of the Absurd' - গ্রন্থের 'Samuel Beckett : The Search for the Self ' প্রবন্ধে এই নাটক সম্বন্ধে লিখেছেন —

> " 'Waiting for Godot' does not tell a story, it explores a static situation. Nothing happens, nobody comes, nobody goes."[৯]

জাদু বাস্তবধর্মী সাহিত্যে কিন্তু ঘটমান বিষয়ে যুক্তিবোধের অভাব প্রায় দেখা যায় না। তার চেয়েও বড় কথা জাদু বাস্তবধর্মী সাহিত্যে একটি কাহিনি থাকে। তার মধ্যে একাধিক কাহিনির সূত্রগুলো জট পাকানো অবস্থায় থাকতে পারে, কিন্তু একটি কাহিনি পূর্বাপর বর্তমান থাকে।

কোন লেখনীর মধ্যে শুধুমাত্র জাদু থাকলেই তাকে জাদু বাস্তব লেখনীর আওতাভুক্ত করা যায় না। সেই জাদু বা মায়াজাল বা কুহক কোন অর্ন্তলীন জীবনবীক্ষার কথা বলছে কিনা তাও লক্ষ্যণীয়। জে.এ.কোডন, জন মেলেন, লুইস লিয়েল, ম্যাগি, স্টিফেন এম. হার্ট, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আলোচিত বিশেষত্ব, আমাদের মতে জাদু বাস্তবকে অনেকটাই চিহ্নিত করতে পেরেছে। তর্ক-বিতর্কের সুস্থ পরিবেশ 'জাদু বাস্তবতা' - কে আরো রহস্যমণ্ডিত করবে, আরো পরিণত হবে 'জাদু বাস্তবতা'র জগৎ, এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

জে. এ. কোডন 'Dictionary of literary terms and literary theory' গ্রন্থে জাদু বাস্তবের কিছু বিশেষত্ব তুলে ধরেছেন, সেই বৈশিষ্টগুলির উদাহরণসহ বঙ্গানুবাদ করার চেষ্টা করা যাক —

১. বাস্তব, রূপকথা, উদ্ভটের মিশ্রণ বা সহাবস্থান। যেমন - গার্সিয়া মার্কেজের 'বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো' গল্পে একটি গ্রামের সাদামাটা জীবনে হঠাৎ একজন ডানাওয়ালা বৃদ্ধ এসে পড়লে সাধারণ গ্রাম্য জীবনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

২. চকিতে সময়ের পরিবর্তন হবে - এমন নৈপুণ্য। যেমন - শহীদুল জহিরের 'কাঁটা' গল্পে ভূতের গলির বাসিন্দারা প্রত্যেক দশকে একবার করে একটি নির্দিষ্ট হিন্দু দম্পতিকে খুন হতে দেখে। প্রত্যেকবার খুনের কারণ বদলায় কিন্তু প্রত্যেকবারই খুনের আদলটা এক থাকে। তখন তাদের মনে হয় তারা সময়ের একটি আবর্তে পড়ে গেছে এবং ঘটনাগুলো এমন ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে পাঠককে সময় সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকতে হয়।

৩. কাহিনীর বিভিন্ন অংশ একত্র পাকানো থাকবে অর্থাৎ গোলকধাঁধাময় প্লট। যেমন - গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'শত বছরের নিঃসঙ্গতা' উপন্যাসে অনেকগুলি প্রজন্মের কাহিনি এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে একটির সঙ্গে আরেকটির সূত্র পৃথক করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

৪. স্বপ্নের সঙ্গে রূপকথা ও মিথের ব্যবহারও চলে আসবে। যেমন-আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস 'খোয়াবনামা'য় মুনসির শ্লোকে শ্লোকে লোকের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বেড়ায় চেরাগ আলি। এই মুনসি মৃত, কিন্তু গ্রামের সবাই জানে কাৎলাহার বিল শাসন করে মুনসি বয়তুল্লা শাহ।

৫. প্রকাশবাদী বর্ণনা ও সুররিয়ালিস্টিক বা পরাবাস্তববাদী ধারণা স্থান পাবে। যেমন- মার্কেজের 'আলো, সে তো জলের মত' গল্পের দুই চরিত্র তোতো ও হোয়েলের আচরণকে পরা বাস্তববাদের কোঠায় রাখা যায়।

৬. রহস্যময় বা মায়াজাল বিস্তীর্ণ পাণ্ডিত্য। যেমন - 'কর্নেলকে কেউ লেখে না' গল্পে সর্বদা একটা রহস্যঘন পরিবেশে যেন সৃষ্টি হয়ে আছে। উত্তর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র গল্পকে দেখলে লেখকের এই মায়াজাল বিস্তীর্ণ পাণ্ডিত্যের খোঁজ পাওয়া যায়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. সহসা বা অতর্কিত চমকের আগমন। যেমন - 'কর্নেলকে কেউ লেখে না' গল্পে সর্বদা যেন একটা রহস্যঘন পরিবেশে সৃষ্টি হয়ে আছে। উত্তর ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র গল্পকে দেখলে লেখকের এই মায়াজাল বিস্তীর্ণ পাণ্ডিত্যের খোঁজ পাওয়া যায়।

৮. ব্যাখ্যাতীত ও আতঙ্কময় উপস্থিতি। যেমন - শহীদুল জহিরের 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' উপন্যাসে একাধিক অতিলৌকিক বর্ণনা ব্যাখ্যাতীত ও আতঙ্কময় পরিবেশ রচনা করে।

উপন্যাসে ফিরে আসা যাক। 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসটি ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'মাওলা ব্রাদার্স' থেকে। এই উপন্যাসটি শহীদুল জহিরের জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত শেষ উপন্যাস। উপন্যাসটিকে লেখক কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের আবর্তে সম্ভবত বেঁধে ফেলতে চাননি। এখানে 'সম্ভবত' বলবার নির্দিষ্ট যুক্তি আছে। লেখক এক সময় থেকে অন্য সময় বলয়ে প্রবেশ করবার মুহূর্তগুলোকে ধূসর করে রেখেছেন। একই সময়ে একটি চরিত্র দুটি পৃথক জায়গায় পৃথক আচরণ করছে। আধুনিক বিজ্ঞানে 'প্যারালাল ইউনিভার্স' বা 'সমান্তরাল বিশ্ব' বিষয়ে যে গবেষণা চলছে তার সঙ্গে পাঠককে তিনি পরিচয় করাচ্ছেন। ইথান সিজেল তাঁর প্রবন্ধে জানাচ্ছেন -

> "you have likely imagined it before: another Universe out there, just like this one, where all the random events and chances that brought about our reality exactly as it is played out just the same."[১০]

উপন্যাসটিতে অনেক চরিত্র, তারা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু তাদের ক্রিয়ার গতি নির্দিষ্ট একটি অভিমুখে নয়, তাদের প্রত্যেকের স্বাধীন নিজস্ব একটা গল্প আছে, হতে পারে এই গল্পগুলো উপন্যাসের নির্দিষ্ট স্থানে এসে পরস্পর মিলিত হচ্ছে এবং তারা আবার আলাদাও হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গল্পগুলো প্রত্যেকে স্বাধীন থেকে যাচ্ছে। উপন্যাস শেষে লেখক এই চরিত্রগুলোর পরিণতির দায় যেন নিতে চাননি, সমগ্র উপন্যাস জুড়ে পাঠকের মননকে ব্যস্ত রেখে উপন্যাসের শেষে এসে কাহিনির লাগাম পাঠকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। এর ফলে প্রত্যেক পাঠকের কল্পনার জগতে, মননের জগতে একটা নিজস্ব পরিসর তৈরি হয় নির্দিষ্ট পরিণামের দিকে কাহিনির পরিণতিকে নির্মাণ করবার।

উপন্যাসে বর্ণিত বিভিন্ন স্থানের মধ্যে ভূতের গলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্রের সঙ্গে ভূতের গলির একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, চরিত্রটি ভূতের গলির বাসিন্দা হোক বা না হোক ভূতের গলি তার জীবনের বিবিধ ঘটনার মধ্যে হঠাৎ করেই প্রবিষ্ট হয়ে যায়। লেখক নিজে এই ভূতের গলির বাসিন্দা ছিলেন। দু'চোখ মেলে এই স্থানের মানুষজন, জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ, চাহিদা ইত্যাদি লক্ষ্য করেছেন আবাল্য। উপন্যাসে এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই ভূতের গলির জীবন যাত্রার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন কুহক।

উপন্যাসের গাত্র আপাতভাবে খুবই জটিল, দুরূহ। একটা কাহিনির সাথে অন্য কাহিনিকে এমন ভাবে মেশানো হয়েছে যে আপাতভাবে মনে হবে কাহিনি দুটি অসংলগ্ন, তাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট যোগসূত্র নেই, ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র নিজের মর্জি বশত দুটি ঘটনার মধ্যে জোর করে একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু ধৈর্য্য সহকারে পড়লে এবং কাহিনী সূত্রগুলোকে পৃথক করার চেষ্টা করলে দেখা যাবে তাদের যোগসূত্রটা নিবিড়, অসংলগ্ন নয়। পাঠকের কল্পনাকে নিয়ে লেখক এখানেও খেলা করবেন, উপন্যাসে বর্ণিত কোন বিষয়েই পাঠককে কোন একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হতে দেবেন না। একটা ঘোর লাগানো কথনভঙ্গিতে সমগ্র উপন্যাস এগিয়ে যাবে এবং শেষপর্যন্ত পাঠক এই আবেশ থেকে মুক্তি পাবে না। কাহিনির গোলকধাঁধার মধ্যে পাক খেতে খেতে পাঠক লক্ষ্য করবে খ্রিস্টান মিশনারির গল্প, ক্যাথলিকের সঙ্গে প্রোটেস্টানের প্রেমের গল্প, মুক্তিযুদ্ধের কথা, খৈমনের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার গল্প, বাঁদরের দুধ খেয়ে বড় হয়ে ওঠা চান মিঞার জীবনযুদ্ধে হেরে সমাজ বিরোধী হয়ে যাওয়ার গল্প; সঙ্গে এও লক্ষণীয় মিসেস জোবেদা রহমানের পুত্র মামুন কিভাবে একই সময়ে দুই পৃথক জায়গায় যথাক্রমে মাহমুদ বা মামুন এবং খরকোস বা কুতুবউদ্দিন আইবেক হয়ে উঠছে, তাদের জীবনও দুটো পৃথক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; সব মিলিয়ে এ এক আশ্চর্য উপাখ্যান।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাস শুরু হচ্ছে লেখকের বক্তব্য এবং কিছু ঋণ স্বীকার দিয়ে। সেখানে তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন 'মুখের দিকে দেখি' উপন্যাসের বিষয়ে তিনি নিজস্ব কোন ব্যাখ্যা দেবেন না। উপন্যাসের অন্দরে প্রবেশ করলে প্রথমেই যার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে সে হলো চান মিঞা। মামুন বা মাহমুদের মা মিসেস জোবেদা রহমান মামুনের বন্ধু ফখরুল আলম লেদুকে বলে চান মিঞা বান্দরের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমেই যখন একটাই চরিত্রকে বিভিন্ন নামে ডাকা হচ্ছে এবং প্রথমেই এমন একটা উদ্ভট তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে তখনই পাঠককে সাবধানি হয়ে যেতে হয়।

মামুনের বাড়িতে গিয়ে লেদু যখন মামুনের খোঁজ করে তখন মামুন 'দি নিউ চন্দ্রঘোনা স মিল অ্যান্ড টিম্বার ডিপোট'-এ যায় কাঠের ভুসি আনতে এবং কাঠের ভুসির গর্তে পড়ে ভুসির তলায় চাপা পড়ে যায়। সেদিন রাতে মিলের কুলিরা আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর চারটে ট্রাকে কাঠের ভুসির সঙ্গে মামুনকেও চাপিয়ে দেয় এবং মামুন সাতকানিয়ায় পৌঁছে যায়।

কুলিরা কি কাঠের ভুসি তোলার সময় বুঝতে পারিনি পারেনি যে কাঠের ভুসির সঙ্গে তারা মানুষকেও ট্রাকে তুলছে। এর এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক, একইসঙ্গে অনেকগুলি সম্ভাব্য কারণকে তুলে ধরেছেন –

ক. 'ব্যাপারটা এভাবে ঘটে : এই চালাক বা বোকা কুলিরা ভুসি তোলার সময় অবশ্যই তাকে পায়, সে হয়তো অজ্ঞান হয়া ভুসির স্তুপের মধ্যে পড়ে ছিল, তখন তারা তাকে আবিষ্কার করে, কিন্তু কারখানার ভিতরে অন্ধকার থাকায়, কারণ তারা আলো জ্বেলে কাজ করতে পারছিল না, তারা টুকরির ভিতরে অজ্ঞান মামুনকে গোল করে ভরে একটা ট্রাকের মধ্যে ছুটে ফেলে দেয়।'

খ. 'তাদের একবার মনে হয়, এটা হয়তো কাঠের টুকরো, এরকম ভাবা কিছু কঠিন না, তারা কুলির পোলা কুলি, তারা তাই ভাবে যে, কাঠের ভুসির ভিতরে যা পাওয়া যায় তা কাঠই, হয়তো দামি, কদম কিংবা ছাতিম, তথাপি হয়তো কাঠই।'

গ. 'অথবা তারা হয়তো এই রকম ভাবে না, তারা হয়তো অতো বোকা ছিল না, হাত দিয়া ভুসি তুলতে যায়া তারা যখন সেখানে মামুনুল হাইকে পায়, অন্ধকার হলেও তারা বুঝতে পারে যে এইটা একটা মানুষ।'

ঘ. 'তাদের মনে হয় যে, এটা হয়তো লাশ এবং তখন তারা তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, তারা একটা কথাও না বলে মামুনকে টুকরিতে তুলে নেয়া যায়া ট্রাকের ভিতর ফেলায়।'

ঙ. "তাদের মনে হয় যে এই বিষয় নিয়া এখন কথা বললে তারাই পুলিশের ঝামেলায় পড়বে, পুলিশ ওদেরকে এক হাজার একটা কথা জিগ্যাস করবে, হয়তো লাথি-গুঁতাও মারবে, তার চেয়ে মালিকের ভুসির ভিতরে পাওয়া মাল মালিকের ভাইয়ের ট্রাকের সঙ্গে চলে যাওয়া ভালো!"[১১]

পাঠককে যখন লেখক পাঠ নির্মাণের এতগুলো বিকল্প দেন এবং এই 'কাউন্টার লিনিয়ার ন্যারেটিভ' সমগ্র উপন্যাস জুড়েই বর্তমান থাকে তখন পাঠককে মনোযোগী হতে হয় বৈকি।

এরপর মামুনের আখ্যানকে খানিক বিরতি দিয়ে শুরু হয় খৈমন বেগমে এবং ময়না মিঞার গল্প। এদের কাহিনিটিও রহস্যময়। ময়না মিঞা এবং খৈমন বেগমের ছেলে চান মিঞা। চান মিঞার বেড়ে ওঠার আখ্যান যেমন অদ্ভুত তেমনি খৈমন এবং ময়নার বিবাহ কাহিনিও অদ্ভুত। খৈমন চেয়েছিল তার স্বামী হবে পিয়ন বা হেড অফিসের দারোয়ান, তার জন্য তার বাবা-দাদা নিশ্চয় এরকম পাত্র খুঁজে এনে দেবে। কিন্তু ঘটনাসমূহের আকস্মিকতায় একদিন ভূতের গলির বাসিন্দারা দেখে ময়না মিঞার পেছনে পাড়ার একদল ছেলে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। এই বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করে খৈমন, তাদের বিবাহ হয়, তাদের সন্তান চান মিঞার জন্ম হয়। তখন সমগ্র বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়ে গেছে। চান মিঞার জন্মের সময় খৈমনের বাবা এবং ময়না মিঞা নিখোঁজ হয়ে যায়, হয়তো পাকিস্তানি মিলিটারির গুলিতে মারা যায়। রাজাকার আব্দুল গনি খৈমনদের বাড়িতে এসে তার ভাই রফিজুলের কথা জিজ্ঞাসা করে, খৈমন তখন অন্ত:সত্ত্বা, রাজাকারদের সন্দেহ রফিজুল মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পাকিস্তানি মিলিটারির বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছে। খৈমন বিভিন্ন ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে রাজাকারদের ঠেকিয়ে রাখে, কারণ সে জানে তারা যদি জেনে যায় তার ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা তাহলে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাদের সবাইকেই মেরে দেবে। কিন্তু খৈমনের একদিন ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে এবং রাজাকার আব্দুল গনিকে জানিয়ে দেয় তারা স্বাধীন বাংলাদেশের সমর্থক। আব্দুল গনি জানিয়ে যায় যেদিন তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে সেদিনটিই খৈমনের জীবনের অন্তিম দিন। তাই চান মিঞা ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলেও নিজেকে অন্তঃসত্ত্বা প্রমাণ করার জন্য খৈমন নিজের পেটে কাপড়ের পুঁটলি জড়িয়ে থাকে। ফলত পরবর্তীকালে চানমিঞার নাম হয়ে যায় 'পোঁটলার পোলা'। খৈমনের মা জরিমন মারা গেলে চান মিঞাকে নিয়ে তার নতুন জীবন শুরু হয়। ভূতের গলির বাঁদররা চান মিঞার পরম বন্ধু হয়ে ওঠে। বাচ্চা চানকে ঘরে রেখে খৈমন বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে কোন কাজে বের হলে ঘরে এসে দেখে বাঁদরেরা ঘরের ভেতর ঢুকে তার সঙ্গে খেলা করছে, এমনকি একটা মাদি বাঁদর চান মিঞাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। এই খবর পাড়ায় ছড়িয়ে গেলে চান মিঞার নতুন নামকরণ হয় 'মাঙ্কি বয়' -

> "খৈমন হয়তো চান মিঞাকে মাইর লাগানোর হুমকি দেয়, বলে, ঘরের ভিতর বন্দর লইয়া ফালাফালি করলে মাইরা তোরে ফাটামু, কিন্তু বান্দররাই চানমিঞার বড় বন্ধু হয়া খাড়ায়, মাইরা ফাটানোর কথা বলায় বুড়া হুলাটা এসে খৈমনকে ভেংচি দিয়া ভয় দেখায়; তিন-চাইর-পাঁচ প্রজন্মের পঞ্চাশটা বান্দর তার খেলার সাথী হয়ে পড়ে এবং এই সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ে।"[১২]

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে চান মিঞাকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ায়। চান মিঞা পড়াশোনায় ভাল ফলাফল করে, কিন্তু এই সময় যখন তার শারীরিক সক্ষমতার ডাক্তারি পরীক্ষা হয় তখন ভাগ্যের ফেরে সে জানতে পারেনা সে একজন বর্ণান্ধ, এই ঘটনায় তার জীবনে নেমেসিস হয়ে দেখা দেয়। সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বাচ্চাদের কাছে সে অপমানিত - অপদস্থ হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয় এবং পরবর্তীকালে ঢাকার বিখ্যাত গাড়ি চোর হয়ে ওঠে। তাদের ক্লাস টিচারের মেয়ে জুলি গাড়ি চোর চান মিঞার প্রেমে পড়ে এবং চান মিঞা তার জন্য একটি চেস্টিটি বেল্ট বানিয়ে দেয়, ভবিষ্যতে জুলি যাতে কারো সঙ্গে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হতে না পারে, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। অবশ্য এই বুদ্ধি তাকে জুলিই দিয়েছিল। জুলি এই ধারণাটি পেয়েছিল গাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেজের 'ডেথ কনস্ট্যান্ট বিয়ন্ড লাভ' গল্পটা পড়ে। শহীদুল জহির গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের কথাসাহিত্যের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, জুলির এই আচরণ তারই সাক্ষ্য বহন করে। জুলি ও চান মিঞার সূত্র ধরে একটি বিশেষ 'নিষেধ' - এর মাধ্যমে মিসেস ক্লার্কের বংশে প্রবেশ করতে হয়। জুলিকে তার মা মিসেস ক্লার্ক নিষেধ করেছিলেন কোন পুরুষ যদি তাকে কখনো কলা খেতে দেয়, তা যেন সে কখনো না খায়। জুলি তার মায়ের এই নিষেধ মানেনি, মোট দুবার সে নিষেধ অগ্রাহ্য করে করে চান মিঞার দেওয়া কলা খেয়েছে। ফলত তাদের বংশে পূর্বে যা ঘটেছিল কাকতালীয়ভাবে একই রকম ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার সাথে পরিচিত হওয়া যাক।

মিসেস ক্লার্কের পূর্বপুরুষ ছিল বাঙালি খ্রিস্টান, ঠাকুরদার নাম মিহির কান্তি দাস, তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন। মিহিরকান্তি দাসের দুই মেয়ে, লাবণ্যপ্রভা ও বিদ্যুন্মালা। মিহিরকান্তির স্থানীয় ক্যাথলিক ফাদার চার্লস ডিসুজার সঙ্গে আলাপ হয়, তারপর ডিসুজা প্রায়ই তাদের বাড়ি আসতে থাকে। সে ছোট বোন বিদ্যুন্মালার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতো, আবার লাবণ্যপ্রভা আকর্ষণ অনুভব করতো ফাদার চার্লস ডিসুজার প্রতি। এভাবে তাদের এক ত্রিকোণ প্রেম গড়ে ওঠে। এরই মধ্যে একদিন চার্লস ডিসুজা লাবণ্যপ্রভাকে বঞ্চিত করে বিদ্যুন্মালাকে একটা কলা খেতে দেয়। এই ঘটনায় লাবণ্যপ্রভা ক্ষুন্ন হয় এবং সে চার্লস ডিসুজার আরো কাছে আসবার জন্য বাড়ির অমতে ক্যাথলিক হয়ে যায়। কিন্তু চার্লস ডি সুজা বিদ্যুন্মালার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে যায় এবং সাহেবি পোশাক ছেড়ে বাঙালির ধুতি পড়তে শুরু করে। তাদের বিবাহ হয় এবং লাবণ্যপ্রভা আজীবন 'নান' বা সন্ন্যাসিনী থেকে যায়। তাই মিসেস ক্লার্ক তার মেয়ে জুলিকে কলা সম্বন্ধীয় ওই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিল, কাকতালীয় ভাবে জুলির জীবনও একই ঘটনা ঘটে। চান মিঞার লাল বর্ণ শনাক্ত করতে পারত না, তাই মামুনের ষড়যন্ত্র বুঝতে না পেরে র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হয়, তার জীবনের পরিণতি খুন সুখের হয় না।

অন্যদিকে মামুন বা মামুনুল বা মাহমুদ নামের যে ছেলেটি কাঠের ভুসি আনতে গিয়ে সাতকানিয়ায় পাচার হয়ে যায় সে সেখানে গিয়ে আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর আদুরে মেয়ে আসমানতারার খরকোস হয়ে ওঠে। তার জন্য খাঁচা বানানো হয়, সে সেই খাঁচার ভেতরে বিনা প্রতিবাদে শুয়ে থাকে, খাঁচা থেকে বেরলে তার গলায় যে দড়ি লাগানো থাকে তার লাগাম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থেকে আসমানতারার হাতে। অন্যদিকে মামুন তার মা জোবেদা বেগমের কাছে ফিরে আসে কাঠের ভুসি নিয়ে। কাঠমিলের শ্রমিকেরা যারা মামুনকে সাতকানিয়ার ট্রাকে তুলে দিয়েছিল তারা এই ঘটনায় তাজ্জব হয়ে যায়, ধন্দে পড়ে যায় পাঠকও। মামুনের মায়ের কাছে দুজন শ্রমিক এসে জানায় যে মামুনকে তারা তাদের ঘরে স্থান দিয়েছে সে আসলে মামুন নয়, সে সাতকানিয়ায় পাচার হয়ে গেছে। জোবেদা বেগম এইরকম সাঙ্ঘাতিক বার্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং মামুনের ভাইকে পাঠিয়ে দেয় মামুনকে খুঁজতে। তার ভাই তাকে খেলার মাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে আসে। তখন জোবেদা বেগম মামুনকে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে তার জন্ম দাগ পরীক্ষা করে এবং কাঠকলের সেই দুই শ্রমিককে ভর্ৎসনা করে তাড়িয়ে দেয়।

সাতকানিয়ায় গিয়ে মামুন একদিন খাঁচায় থাকতে অস্বীকার করে, তার হিংস্র আচরণে আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর পরিবারের লোকেরা তাকে খাঁচার বাইরে বের করে আনে এবং বাড়ির বাইরে দারোয়ানের ঘরে তার স্থান হয়। এতদিন খাঁচায় থাকার ফলে তার মানসিক বিকাশ হয়নি কিন্তু শারীরিক বিকাশ হয়ে গিয়েছিল, তাই যৌন লালসা সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সেই দারোয়ানের ওপর তার যৌন ক্ষুধা মিটিয়ে ফেলে। তারপর তার নাম হয়ে যায় কুতুবউদ্দিন আইবক। আব্দুল ওদুদ চৌধুরী মামুনের হিংস্র আচরণকে তার অবৈধ ব্যবসার পুঁজি করে ফেলে। আব্দুল ওদুদ একজন কুখ্যাত স্মাগলার। তার বেতনভুক কর্মচারীরা একটা বোটের সাহায্যে জলপথে স্মাগলিং করত। মামুন সেই বোটের আরেকজন কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হয়। অবদমিত যৌনক্ষুধা চরিতার্থ করবার জন্য বোটের মধ্যে বাজারের মেয়ে তুলে আনলে পুরানো কর্মচারীদের সাথে মামুনের বচসা হয় এবং তারা মামুনকে মাঝসমুদ্রে খুন করবার পরিকল্পনা করে। মামুন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলে। ফলত মামুনই তাদের খুন করে এবং বোটের মালিককে জানিয়ে দেয় কোস্টগার্ডের হাতে তারা মারা গেছে। মামুনের হাত ধরে আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে, সে আরো তিনটে বোট কেনে এবং সবচেয়ে বড় বোটের সারেঙ করে দেয় মামুনকে। আব্দুল ওদুদ চৌধুরীদের ঘরেও মামুনের কদর বাড়ে। খাঁচা থেকে বের হওয়ার মামুনকে আসমানতারা কখনো দেখেনি। মামুন কৈশোরপ্রাপ্ত আসমানতারার প্রতি আকৃষ্ট হয়, আসমানতারারও মামুনের প্রতি মুগ্ধতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মামুন আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তির একচ্ছত্র অধিকারী হওয়ার জন্য একটা ষড়যন্ত্র রচনা করে। বাড়ির সকলকে 'খোদার দান' বোটে করে মাঝ সমুদ্রে নিয়ে যায় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কোস্টগার্ডের ওপর গুলি চালায়, কোস্টগার্ড পাল্টা গুলি চালালে আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর সমগ্র পরিবারসহ 'খোদার দান' জলে ডুবে যায়, কৌশলে বেঁচে যায় মামুন। যেহেতু সে আসমানতারাকে ভালোবেসেছিল তাই আসমানতারার কোন ক্ষতি করে না, সে আবার আসমানতারার কাছেই ফিরে আসে। এরপর সে আব্দুল ওদুদ চৌধুরীর সমস্ত বৈধ ও অবৈধ ব্যবসায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে, বকলমে মালিক থাকে আসমানতারা। সে সময় একদিন মামুনের মনে পড়ে তার মায়ের কথা, জোবেদা বেগমের কথা। সে ভূতের গলিতে জোবেদা বেগমের কাছে উপস্থিত হলে জোবেদা বেগমের জীবনে সবচেয়ে সংকটময় পরিস্থিতি তৈরি হয়। সে এই নতুন মামুনকে বোঝায় যে তার পুত্র মামুন কখনোই তার কাছ থেকে খোয়া যায়নি, সে সর্বদা তার মায়ের কাছেই থেকেছে, আগন্তুক মামুনের বা কুতুবউদ্দিন আইবকের নিশ্চয় কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। মামুন তার দামী গাড়ি ভূতের গলির মুখে দাঁড় করালে বাঁদররা অপকর্ম করে তার নোংরা করে দেয়, মামুন এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তার সহকারি আবু জাফরকে বলে বন্দুক এ. কে. ৪৭ নিয়ে আসতে। আবু জাফরের সঙ্গে আসমানতারাও আসতে চায়। ঢাকার কাছে তাদের গাড়ি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, আবু জাফর পালিয়ে যায় কিন্তু আসমানতারা গ্রেফতার হয়। র‍্যাব আসমানতারাকে গ্রেফতার করলে সে সব কথা বলে দেয় এবং তার প্রিয় 'খরকোস'এর কাছে যেতে চায়। র‍্যাব মামুনকে ধরতে চাইলে মামুন জানিয়ে দেয় তাকে ধরলে আসমানতারাকে ছেড়ে দিতে হবে। হোটেলের নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে র‍্যাব দেখে মামুন সেখানে নেই। মামুন তখন বাঁদরদের ও তাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী চান মিঞাকে শায়েস্তা করাবার জন্য ফাঁদ পেতেছে। সে গাড়ি চোর চান মিঞার গাড়ির মত আরেকটা গাড়ি তার বাড়ির সামনে রেখে দেয় যাতে চান মিঞা আর তার বাঁদর বন্ধুরা একসাথে ভুল করে ওই গাড়িতে চাপে এবং র‍্যাব তাকে মামুন ভেবে 'খতম' করে দেয়। চান মিঞা মামুনের পাতা ফাঁদে পা দেয়। আর মামুন বা মামুনুল হাই বা কুতুবউদ্দিন আইবক বা খরকোস তখন –

> "খাঁচার ভিতরে খরকোস দুই হাত মাথার দুই পাশে দিয়া চোখ বন্ধ করে রাখে, মনে হয় মায়ের জরায়ুতে থাকা ভ্রূণের মতো আরেকটা জন্মের জন্য সে নিজেকে গোল করে আনে— খাঁচা তার মা হয়।"[১৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাসের কাহিনি এখানে শেষ। তারপর লেখক ফ্রেঞ্চ ভাষায় দুটি পংক্তি লিখেছেন —

"pour ellesi je lui vois encore"[১৪]

ইংরেজিতে এর তর্জমা করলে দাঁড়ায় 'for her/ if i still see her' অর্থাৎ 'যতক্ষণ আমি তোমাকে দেখছি, আমি তোমারই।'

উপন্যাসের নাম 'মুখের দিকে দেখি', স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কার মুখ, কে দেখে? অনেকগুলি পরিণতির সম্ভাবনা রেখে উপন্যাস শেষ করে লেখক এই প্রশ্ন পাঠক মনে রেখে গেছেন। একই চরিত্রের যেখানে দু'রকম পরিণতি হতে পারে, সেখানে সম্ভাব্য সকল রকম ঘটনা ঘটাই সম্ভব। যতগুলো চরিত্র এই উপন্যাসে আছে প্রত্যেকেই তার বিপরীত লিঙ্গের প্রতি একসময় আকৃষ্ট হয়েছে অর্থাৎ বলা যেতে পারে একাধিক নরনারীর প্রেম বা প্রেম বহির্ভূত সম্পর্কের উপন্যাস 'মুখের দিকে দেখি'। লেদু, মামুন জুলিকে ভালোবেসেছিল কিন্তু জুলি হঠাৎ করেই চান মিঞার সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং 'ডেথ কনস্ট্যান্ট বিয়ন্ড লাভ' গল্পের মত সে এমন ব্যবস্থা করে যাতে জুলি কখনো তার অনুমতি ব্যতিরেকে শারীরিক সম্পর্কে না লিপ্ত হতে পারে। তাদের পূর্বপুরুষ চার্লস ডি সুজা যখন বিদ্যুন্মালার সঙ্গে বিবাহ করে তখন সে লাবণ্যপ্রভার মুখের দিকে দেখেনি, সেখানেই ছিল সার্থক প্রেম, যা পরবর্তীকালে চার্লস ডি সুজা বুঝেছিল। খৈমন ময়না মিঞাকে বিয়ে করেছিল ভালো না বেসেই, ময়না মিঞা শুধুমাত্র সামান্য অর্থের লোভে খৈমনকে বিবাহ করে। আর আসমানতারা মামুনকে ভালোবাসতো, কিন্তু সে ভালবাসা ছিল একটি পোষ্যের প্রতি ভালোবাসা বা স্নেহ। মামুন তার দুটি বিশ্বেই কোথাও ভালোবাসা খুঁজে পায়নি, সে সারা জীবন তার অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধাকে বয়ে নিয়ে গেছে।

সমগ্র উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে নর-নারীর ভালোবাসার চিত্র আমাদের সামনে উঠে আসে না, পরিবর্তে উঠে আসে নর-নারীর পরস্পরের প্রতি যৌন লালসা, সেখানে শরীরটাই প্রধান, মুখের সৌন্দর্য, লাবণ্য সেখানে গৌণ। উপন্যাস শেষের পংক্তি দুটো ঠিক তার বিপ্রতীপে অবস্থান করছে, জীবনের শেষ পর্যন্ত কোন বিশেষ একজনকে দেখার আকুতি ঝরে পড়ছে পংক্তি দুটোতে, উপন্যাসের কোন চরিত্রের মধ্যেই যা দেখা যায়নি। লেখক এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন কুহকময়তার পরাকাষ্ঠায় উন্নীত হয়ে। একই সঙ্গে উপন্যাসের পরিণতির সমস্ত সম্ভাবনা পাঠকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এত বিচিত্র সব ঘটনার সমাবেশ, উদ্ভট ঘটনার সমাহার, সমান্তরাল বিশ্বের অবতারণা, মনস্তত্ত্বের বিচিত্র প্রয়োগ, সময়ের চকিত পরিবর্তন, কথনধর্মীতা ও ঘটনার পারম্পর্যে কুহকের প্রাচুর্য উপন্যাসটিকে 'জাদু বাস্তবতা'র প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছে। একই সঙ্গে শহীদুল জহিরের শিল্পীবোধের নান্দনিক রূপ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপন্যাস পাঠ শেষে শহীদুল জহিরকে কেন 'বাংলাদেশের মার্কেজ' বলা হয়, এ সম্বন্ধে পাঠকয়ের সমস্ত কৌতুহলের নিরসন হয়।

Reference:

১. শহীদুল জহির, 'শহীদুল জহির উপন্যাস সমগ্র', প্রথম প্রকাশ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৯৫

২. আহমাদ মোস্তফা কামাল, শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার: 'আমার তো মনে হয় জীবনের ব্যর্থতাগুলোও এক ধরনের ঐশ্বর্য', 'শহীদুল জহির সমগ্র', প্রথম প্রকাশ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৯৫৩

৩. Stephen M. Hart, Stephen M. Hart and Wen-chin Ouyang (edited by), 'Magical Realism : Style and Substance', 'A COMPANION TO MAGICAL REALISM', First Published, Tamesis, Woodbridge, Uk, 2005, P. 3

৪. Lois Parkinso Zamora, Stephen M. Hart and Wen-chin Ouyang (edited by), 'Swords and Silver Rings : Magical Objects in the work of Jorge Luis Borges And Gabriel Garcia Marquez', 'A COMPANION TO MAGICAL REALISM', First Published, Tamesis, Woodbridge, Uk, 2005, P. 29

৫. Maggi Ann Bowers, 'Magic (AL) Realism', 1st ed., Routledge, USA and Canada, 2004, P.3

৬. তদেব, পৃ. ৪

৭. তদেব, পৃ. ১৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 57
Website: https://tirj.org.in, Page No. 514 - 524
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৮. Stephen M. Hart, Stephen M.Hart and WIN-chin Ouyang (edited by), 'Introduction PartII: History, Nightmare, Fantasy', 'A COMPANION TO MAGICAL REALISM', First Published, Tamesis, UK, 2005, P. 101

৯. Martin Esslin, 'Theatre of the Absurd', First Publication, Anchor Books, USA, 1961, P. 12

১০. Ethan Siegel, 'We might live in a multiverse', https://www.space.com

১১. শহীদুল জহির, 'শহীদুল জহির উপন্যাস সমগ্র', প্রথম প্রকাশ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৯৮-১৯৯

১২. তদেব, পৃ. ২৪২

১৩. তদেব, পৃ. ৩২৪

১৪. তদেব, পৃ. ৩২৫